গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ....., ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/ ....., ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

এস.আর. ও. নং-.....-আইন/২০১৯।- বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৩০নং আইন) এর ধারা ৫২, ধারা ২৪ এর সহিত পঠিতব্য, তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন**।- (১) এই বিধিমালা কাঁকড়া ও কাঁকড়াজাত পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই বিধিমালা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা** ।- (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

(১) **"অধস্তন কর্মকর্তা"** অর্থ প্রধান ওয়ার্ডেনের অধীনস্ত ফরেস্ট রেঞ্জার, ওয়াইল্ডলাইফ রেঞ্জার, ওয়াইল্ডলাইফ সুপারভাইজার, ওয়াইল্ডলাইফ ইন্সপেক্টর বা তদূর্ধ্ব কোনো বন কর্মকর্তা;

(২) **"আইন"** অর্থ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৩০নং আইন);

(৩) **"কাঁকড়া"** অর্থ Portunidae পরিবারের আওতায় বর্ণিত আইনের তফসিল ২ এ উল্লিখিত বড় কাঁকড়া বা জাত কাঁকড়া {Mud Crab *(Scylla Olivacea)*} ও বড় কাঁকড়া বা হাবা কাঁকড়া {Giant Mud Crab *(Scylla Serrata)*} এবং দুই প্রজাতির ক্ষেত্রেই পুরুষ কাঁকড়ার সর্বনিম্ন ওজন হইবে ২০০ গ্রাম ও স্ত্রী কাঁকড়ার ১৩০ গ্রাম;

(৪) **"কাঁকড়াজাত পণ্য"** অর্থ কাঁকড়ার মাংস, অর্ধ বা পূর্ণ প্রক্রিয়াজাত মাংস, যুক্তপদ (Large claw), খোসা, খোসা হইতে প্রস্তুতকৃত দ্রব্যাদি এবং মগজ (brain);

(৫) **"খামার"** অর্থ কমপক্ষে ১ (এক) বিঘা জায়গার উপর প্রতিষ্ঠিত জলাধার, যেখানে এই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কাঁকড়া লালন-পালন, প্রজনন ও কাঁকড়াজাত পণ্য বাজারজাত করা হয়;

(৬) **"খামারী"** অর্থ কোনো ব্যক্তি যিনি কোনো খামার পরিচালনা করেন;

(৭) **"খোসা কাঁকড়া"** অর্থ যে সকল স্ত্রী কাঁকড়ায় অপরিপক্ক ডিম্বাশয় (Gonad) থাকে;

(৮) **"নিষিদ্ধকাল"** অর্থ যে সময়ে {কাঁকড়ার শীর্ষ প্রজননকাল (Peak Breading Season) বা জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাস} প্রকৃতি হইতে কাঁকড়া ধরা নিষিদ্ধ;

(৯) **"তফসিল"** অর্থ এই বিধিমালার তফসিল;

(১০) **"পজেশন সার্টিফিকেট"** অর্থ বিধি ৭ এ উল্লিখিত পজেশন সার্টিফিকেট;

(১১) **"পোনা"** অর্থ যে সকল কাঁকড়ার ওজন ৩০ গ্রামের নিম্নে;

(১২) **"ফরম"** অর্থ এই বিধিমালার কোনো ফরম;

(১৩) **"সাঁতারু কাঁকড়া"** অর্থ আইনের তফসিল ২ এ উল্লিখিত সকল ধরনের সাঁতারু কাঁকড়া;

(১৪) **"রাজস্ব"** অর্থ রপ্তানির জন্য বন অধিদপ্তর কর্তৃক অনাপত্তি পত্র (No Objection Certificate) ইস্যুকালীন রপ্তানিকারক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তফসিল ২ এ উল্লিখিত সরকারকে দেয় রাজস্ব;

(১৫) **"লাইসেন্স"** অর্থ বিধি ৫ এর অধীন ইস্যুকৃত লাইসেন্স; এবং

(১৬) **"লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ"** অর্থ বিধি ৩ এ উল্লিখিত লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
লাইসেন্স, নবায়ন, ইত্যাদি

৩। **লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ**।- এই বিধিমালার অধীন লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ হইবে প্রধান ওয়ার্ডেন বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা।

৪। **কাঁকড়া লালন-পালন এবং খামার স্থাপন বা পরিচালনার জন্য লাইসেন্সের আবেদন**।- (১) কোনো খামারী এই বিধিমালার অধীন লাইসেন্স গ্রহণ ব্যতীত কাঁকড়ার খামার স্থাপন ও পরিচালনা এবং কাঁকড়া ও কাঁকড়াজাত পণ্য আমদানি-রপ্তানি পরিচালনা করিতে পারিবেন না।

(২) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পূর্বে কোনো ব্যক্তি কাঁকড়া লালন-পালন, খামার স্থাপন বা আমদানি-রপ্তানি পরিচালনা করিয়া থাকিলে, তাহাকে, এই বিধিমালা কার্যকর হইবার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে এই বিধিমালার অধীন লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) ও (২) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোনো খামারীকে তফসিল-১ এ উল্লিখিত প্রসেস ফি সরকারি নির্দিষ্ট খাতে বাংলাদেশ ব্যাংক বা যে কোনো সরকারি ট্রেজারীতে জমা প্রদানপূর্বক ট্রেজারী চালানের কপি সংযুক্ত করিয়া "ফরম ক" অনুযায়ী লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(৪) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ উপ-বিধি (৩) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে তাহার অধস্তন কোনো কর্মকর্তাকে এতদ্বিষয়ে একটি প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নির্দেশ প্রদান করিবেন।

(৫) উপ-বিধি (৪) এর অধীন নির্দেশ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অধস্তন কর্মকর্তা আবেদনে উল্লিখিত তথ্যাদির সঠিকতা যাচাই এবং কাঁকড়ার সংখ্যা অনুযায়ী উপযুক্ত পরিবেশ রহিয়াছে কিনা তাহা সরেজমিনে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

৫। **লাইসেন্স ইস্যু**।- (১) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ বিধি ৪ এর উপ-বিধি (৫) এর অধীন প্রাপ্ত তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র যাচাই-বাছাইপূর্বক, যথাশীঘ্র সম্ভব, উহার উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত "ফরম খ" অনুযায়ী ১ (এক) বৎসর মেয়াদের জন্য, উপ-বিধি (২) এর অধীন লাইসেন্স ফি জমা প্রদান সাপেক্ষে, লাইসেন্স ইস্যু করিবে।

(২) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স ইস্যু করিবার পূর্বে আবেদনকারীকে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে তফসিলে উল্লিখিত লাইসেন্স ফি সরকারি নির্দিষ্ট খাতে বাংলাদেশ ব্যাংক বা যে কোনো সরকারি ট্রেজারীতে জমা প্রদান করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিবে।

(৩) কোনো আবেদনকারীর আবেদন নামঞ্জুর করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ উহার কারণ উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

(৪) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ উপ-বিধি (১) এর অধীন ইস্যুকৃত লাইসেন্সের অনুলিপি, যথাশীঘ্র সম্ভব, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবে।

৬। **লাইসেন্স নবায়ন**।- (১) এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স নবায়নযোগ্য।

(২) লাইসেন্স নবায়নের জন্য উহার মেয়াদ শেষ হইবার অন্যূন ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে ''ফরম গ" অনুয়ায়ী আবেদন করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে লাইসেন্স নবায়ন করিতে ব্যর্থ হইলে তফসিলে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে লাইসেন্স নবায়নের জন্য আবেদন করা যাইবে।

(৪) নবায়নের জন্য আবেদন পত্র প্রাপ্তির পর লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ উহার অধস্তন কোনো কর্মকর্তা দ্বারা আবেদনে উল্লিখিত তথ্যের সঠিকতা যাচাই এবং কাঁকড়া ও কাঁকড়াজাত পণ্যের সংখ্যা অনুযায়ী উপযুক্ত পরিবেশ রহিয়াছে কিনা তাহা পুনরায় সরেজমিনে তদন্ত সাপেক্ষে লাইসেন্স নবায়ন করিবে।

(৫) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স ইস্যু করিবার পূর্বে আবেদনকারীকে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে তফসিলে উল্লিখিত লাইসেন্স নবায়ন ফি সরকারি নির্দিষ্ট খাতে বাংলাদেশ ব্যাংক বা যে কোনো সরকারি ট্রেজারীতে জমা প্রদান করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিবে।

(৬) এই বিধির অধীন আবেদনপত্র নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত খামারী তাহার কাঁকড়া লালন-পালন ও খামারের কার্যক্রম অব্যাহত রাখিতে পারিবেন।

(৭) কোনো আবেদনকারীর লাইসেন্স নবায়নের আবেদন নামঞ্জুর করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ উহার কারণ উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

৭। **পজেশন সার্টিফিকেট**।- (১) কোনো খামারী লাইসেন্স প্রাপ্তির পর পজেশন সার্টিফিকেট ব্যতীত কাঁকড়া নিজ মালিকানায় বা দখলে রাখিতে পারিবেন না।

(২) পজেশন সার্টিফিকেটের জন্য প্রত্যেক কাঁকড়ার জন্য তফসিল-১ এ উল্লিখিত পজেশন ফি বাৎসরিক ভিত্তিতে সরকারি নির্দিষ্ট খাতে বাংলাদেশ ব্যাংক বা যে কোনো সরকারি ট্রেজারীতে জমা প্রদানপূর্বক ট্রেজারী চালানের কপি সংযুক্ত করিয়া "ফরম-ঘ" অনুযায়ী লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(৩) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ উপ-বিধি (২) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে "ফরম-ঙ" অনুযায়ী ১ (এক) বৎসর মেয়াদের জন্য পজেশন সার্টিফিকেট ইস্যু করিবে।

৮। **পজেশন সার্টিফিকেট নবায়ন**।- (১) এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত পজেশন সার্টিফিকেট নবায়নযোগ্য হইবে।

(২) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ, খামারী কর্তৃক বাৎসরিক পজেশন ফি জমা প্রদান সাপেক্ষে, কোনো পজেশন সার্টিফিকেট পরবর্তী বৎসরের জন্য নবায়ন করিতে পারিবে।

৯। **লাইসেন্স ও পজেশন সার্টিফিকেটের প্রতিলিপি ইস্যু**।- (১) কোনো ব্যক্তির লাইসেন্স ও পজেশন সার্টিফিকেট হারাইয়া যাওয়া, ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া বা ছিঁড়িয়া যাইবার ক্ষেত্রে, উক্ত ব্যক্তি তফসিল-১ এ উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট প্রতিলিপি ফি সরকারি নির্দিষ্ট খাতে বাংলাদেশ ব্যাংক বা যে কোনো সরকারি ট্রেজারীতে জমা প্রদানপূর্বক ট্রেজারী চালানের কপি সংযুক্ত করিয়া, উক্ত লাইসেন্স বা পজেশন সার্টিফিকেটের প্রতিলিপির জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত আবেদনের সহিত লাইসেন্স বা পজেশন সার্টিফিকেট হারাইয়া যাওয়া, ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া বা ছিঁড়িয়া যাইবার বিষয়ে নিকটস্থ থানায় সাধারণ ডায়েরী করত উহার কপি সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৩) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ, উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত শর্ত প্রতিপালন সাপেক্ষে, লাইসেন্স বা পজেশন সার্টিফিকেটের প্রতিলিপি ইস্যু করিবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স বা পজেশন সার্টিফিকেটের প্রতিলিপি মূল লাইসেন্স ও পজেশন সার্টিফিকেটের অবশিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে, যদি না উহা ইতঃপূর্বে বাতিল হয়, এবং লাইসেন্স বা পজেশন সার্টিফিকেটের প্রতিলিপিতে এই মর্মে পৃষ্ঠাঙ্কন থাকিবে যে, ইহা একটি প্রতিলিপি লাইসেন্স বা পজেশন সার্টিফিকেট ।

তৃতীয় অধ্যায়
খামার স্থাপন বা পরিচালনার শর্তাবলি, ইত্যাদি

১০। **খামার স্থাপন বা পরিচালনা এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে পালনীয় শর্তাদি, ইত্যাদি।**- কাঁকড়ার খামার স্থাপন ও পরিচালনার জন্য নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি প্রতিপালন করিতে হইবে, যথা:-

(১) খামারটি কমপক্ষে ১ (এক) বিঘা জমির উপর স্থাপন করিতে হইবে যাহা সম্পূর্ণভাবে বন্যামুক্ত হইবে;

(২) সরকারি নিয়ন্ত্রনাধীন বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকাসহ (Ecologically Critical Area) সময়ে সময়ে জারিকৃত অন্যান্য রক্ষিত এলাকাসমূহ অথবা ভবিষ্যতে উপরি-বর্ণিত সংরক্ষিত এলাকাসমূহ (Protected Area) হইতে কাঁকড়া, পোনা, খোসা কাঁকড়া ও সাঁতারু কাঁকড়া আহরণ করা যাইবে না;

(৩) খামার হিসাবে নিবন্ধনকৃত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে পোনা উৎপাদন বা স্থানীয়ভাবে পোনা, খোসা বা সাঁতারু কাঁকড়া আহরণ বা আমদানিপূর্বক নিজস্ব খামারে লালন-পালন বা মোটা-তাজা করত রপ্তানিযোগ্য হওয়ার পর খামারী নিজেই রপ্তানিকারক হইলে রপ্তানির জন্য সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডেন বরাবরে আবেদন করিবেন বা কোনো রপ্তানিকারকের নিকট বিক্রয় করিলে উহা উল্লেখপূর্বক রপ্তানির অনুমতির জন্য কাঁকড়ার রপ্তানিযোগ্যতা ও পরিমাণ নিরূপণপূর্বক অনুমতির জন্য আবেদন করিবেন;

(৪) নিষিদ্ধকালে খামারে লালন-পালনকৃত কাঁকড়া ব্যতীত অন্য কোনো উৎস হইতে আহরিত কাঁকড়া বা কাঁকড়াজাত পণ্য রপ্তানির অনুমতি প্রদান করা হইবে না;

(৫) প্রতি বৎসর ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যেই খামারীদের তাহাদের খামারে স্ত্রী কাঁকড়া ব্যতীত রপ্তানি উপযোগী মোট কাঁকড়ার পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডেন বা বিভাগীয় বন কর্মকর্তার দপ্তরে আবেদন করিতে হইবে;

(৬) ওয়ার্ডেন বা বিভাগীয় বন কর্মকর্তা রপ্তানিযোগ্য মোট কাঁকড়ার পরিমাণ পরিমাপ করিয়া উহার একটি তালিকা জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চলের অতিরিক্ত প্রধান ওয়ার্ডেন বা বন সংরক্ষকের নিকট দাখিল করিবেন এবং উক্ত সময়ের (প্রথম সপ্তাহের) মধ্যে তালিকা পাওয়া না গেলে উহা রপ্তানির জন্য বিবেচিত হইবে না; এবং

(৭) সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তা বিধি ৬ এর উপ-বিধি (২) এ অধীন কৃত আবেদনের উপর অধঃস্তন কর্মকর্তা দ্বারা সরেজমিনে তদন্তপূর্বক আবেদনের সঠিকতা প্রাপ্তি সাপেক্ষে তাহার

পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশসহ বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চলের অতিরিক্ত প্রধান ওয়ার্ডেন বা বন সংরক্ষকের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং ওয়ার্ডেন বা বিভাগীয় বন কর্মকর্তার সুপারিশের প্রেক্ষিতে অতিরিক্ত প্রধান ওয়ার্ডেন বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমোদনক্রমে, তফসিল-২ এ উল্লিখিত রাজস্ব ও সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ভ্যাট আদায়পূর্বক অনাপত্তি পত্র (No Objection Certificate) জারি করিবেন।

১১। রপ্তানির উদ্দেশ্যে আমদানির জন্য অনুসরণীয় শর্তাদি, ইত্যাদি।- (১) এই বিধিমালার বিধি ২ এর উপ-বিধি (১)(৩) এ উল্লিখিত কাঁকড়া ও অন্য কোনো প্রজাতির কাঁকড়া যাহা বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর তফসিল ২ এর বহির্ভূত উহা সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষের বাধ্যবাধকতা অনুসরণপূর্বক অন্য কোনো দেশে রপ্তানির উদ্দেশ্যে বন বিভাগের পূর্বানুমতিক্রমে আমদানি করা যাইবে।

(২) রপ্তানির উদ্দেশ্যে আমদানিকৃত পণ্য আমদানিকারকের নির্দিষ্ট প্যাকেজিং স্থানে বন বিভাগ কর্তৃক চেকিংয়ের জন্য মজুদ করিতে হইবে।

(৩) তফসিল ২ এ উল্লিখিত রাজস্ব এবং সরকার কতৃক নির্ধারিত ও সময়ে সময়ে জারিকৃত, ভ্যাট ও অন্যান্য পাওনাদি পরিশোধ সাপেক্ষে রপ্তানির জন্য অনাপত্তি পত্র গ্রহণ করিতে হইবে এবং অনাপত্তি পত্র ব্যতীত কাঁকড়া বা কাঁকড়াজাত পণ্য রপ্তানি করা যাইবে না।

(৪) আমদানিকৃত কাঁকড়া আমদানিকারকের প্যাকিং স্থলে অবশ্যই মজুদ করিতে হইবে এবং বিমানবন্দর হইতে সরাসরি তৃতীয় কোনো দেশে রপ্তানি করা যাইবে না বা বাংলাদেশের কোনো স্থল বা বিমানবন্দরকে ট্রানজিট হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে না।

(৫) বিধি ২ এর উপ-বিধি (২)(৩) এ উল্লিখিত পরিমাপের চাইতে কম ওজনের এবং ডিমসহ কোনো স্ত্রী কাঁকড়া রপ্তানি করা যাইবে না।

(৬) রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান নিষিদ্ধকাল ব্যতীত অন্য সময়ে প্রকৃতি ও চিংড়ি মাছের ঘের হইতে উপজাত (By Catch) হিসাবে আহরিত কাঁকড়া রপ্তানির জন্য সরাসরি অতিরিক্ত প্রধান ওয়ার্ডেন রপ্তানির অনাপত্তি সনদের জন্য অনুমতির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান ওয়ার্ডেনের অনুমোদনক্রমে তফসিল-২ এ উল্লিখিত রাজস্ব ও সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ভ্যাট আদায়পূর্বক অতিরিক্ত প্রধান ওয়ার্ডেন অনাপত্তি পত্র জারি করিবেন।

(৭) প্রত্যেক আবেদনকারীকে একই সাথে ১০ (দশ) মেট্রিকটনের বেশি কাঁকড়া রপ্তানির জন্য অনুমতি প্রদান করা হইবে না।

(৮) প্রতিবার অনাপত্তি পত্র প্রাপ্তির লক্ষ্যে আবেদনকারীকে পূর্ববর্তী অনাপত্তি পত্রের বিপরীতে কি পরিমান কাঁকড়া রপ্তানি হইয়াছে উহার প্রমাণ স্বরূপ Airway Bill এবং কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেয় সার্টিফিকেট আবেদন পত্রের সহিত দাখিল করিতে হইবে এবং উক্ত কাগজাদি আবেদনের সহিত দাখিল না করিলে নূতন অনাপত্তি পত্র ইস্যু করা হইবে না।

(৯) রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান সমূহকে সংশ্লিষ্ট রপ্তানিখাতে বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে TO (Trade Organization) লাইসেন্স প্রাপ্ত এবং এফবিসিসিআই এর সদস্যভুক্ত সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক এসোসিয়েশন বা সমিতির (Trade Organization) সদস্য হইতে হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়
তথ্য সংরক্ষণ, প্রতিবেদন, রেজিস্টার সংরক্ষণ, ইত্যাদি

১২। **তথ্য সংরক্ষণ ও প্রতিবেদন**।- (১) প্রত্যেক খামারীকে কাঁকড়া ও কাঁকড়াজাত পণ্যের উৎপাদন, হ্রাস-বৃদ্ধি, ক্রয়-বিক্রয় ও আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত একটি রেজিস্টার "ফরম চ" অনুযায়ী সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন সংরক্ষিত রেজিস্টারের একটি অনুলিপি প্রতি বৎসরের জানুয়ারি মাসে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডেন বিভাগীয় ওয়ার্ডেন অফিসে প্রেরণ করিবেন।

(৩) প্রধান ওয়ার্ডেন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তদকর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স, খামারী সম্পর্কিত তথ্যাদি সংক্রান্ত একটি রেজিস্টার "ফরম ছ" অনুযায়ী সংরক্ষণ করিবেন এবং উক্ত রেজিস্টারের একটি অনুলিপি প্রধান ওয়ার্ডেনের অফিসে প্রেরণ করিবেন।

(৪) এই বিধিমালার অধীন প্রত্যেক লাইসেন্স গ্রহীতাকে লাইসেন্স সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য নির্ধারিত "ফরম জ" তে সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং উক্ত ফরম এই বিধিমালার সংশ্লিষ্ট পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা পরিদর্শনের সময় চাহিবামাত্র প্রদর্শন করিতে হইবে।

১৩। **রেজিস্টার সংরক্ষণ**।- এই বিধিমালার অধীন প্রত্যেক খামারীকে, আইনের ধারা ২৭ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, লাইসেন্স সংক্রান্ত তথ্যাদি একটি রেজিস্টারে "ফরম জ" অনুযায়ী সংরক্ষণ করিতে হইবে ।

পঞ্চম অধ্যায়
পরিদর্শন, লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল, পজেশন সার্টিফিকেট বাতিল, পরিবেশগত ক্ষতি ইত্যাদি

১৪। **পরিদর্শন**।- (১) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা বা লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ যে কোনো সময়, কোনো প্রকার অগ্রিম নোটিশ ব্যতিরেকে, খামারীর কাঁকড়া লালন-পালনের স্থান বা খামার বা কাঁকড়ার উপজাত পণ্য মজুদ রাখিবার স্থান পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত কোনো কর্মকর্তা পরিদর্শনকালে বিধি ১২ এর উপ-বিধি (১) এবং বিধি ১৩ এর অধীন রক্ষিত রেজিস্টার দেখিতে এবং খামারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে বা কোনো তথ্য চাহিতে পারিবেন এবং তিনি উক্ত রেজিস্টার প্রদর্শন বা প্রশ্নের জবাব প্রদান বা তথ্য সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৩) পরিদর্শনকালে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, কোনো খামারী এই বিধিমালার কোনো বিধান বা লাইসেন্সের কোনো শর্ত লঙ্ঘন করিয়াছেন, তাহা হইলে, তিনি খামারীর বিরুদ্ধে আইনের বিধি ১৫ এর অধীন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১৫। **লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল**।- (১) কোনো খামারী আইন বা বিধি বা লাইসেন্সের কোনো শর্ত লঙ্ঘন করিলে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ তাহাকে যুক্তিসঙ্গত কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান করিয়া লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো খামারী বিধি ৬ এর উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে লাইসেন্স নবায়নের জন্য আবেদন করিতে ব্যর্থ হইলে তদ্‌বরাবরে ইস্যুকৃত লাইসেন্স মেয়াদান্তে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন লাইসেন্স বাতিল করা হইলে বা উপ-বিধি (২) এর অধীন স্বয়ংক্রিয়ভাবে লাইসেন্স বাতিল হইবার পর কোনো খামারী তাহার কার্যক্রম অব্যাহত রাখিতে পারিবেন না।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন লাইসেন্স বাতিল হইলে সংশ্লিষ্ট খামারের সকল কাঁকড়া এবং কাঁকড়া উপজাত পণ্য, যদি থাকে, আইনের ধারা ৩২ অনুযায়ী জব্দপূর্বক সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।

১৬। **পজেশন সার্টিফিকেট বাতিল** ।- (১) কোনো খামারীর লাইসেন্স বাতিল করা হইলে তাহার পজেশন সার্টিফিকেট স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) আইন বা এই বিধিমালার কোনো বিধান লঙ্ঘন করিলে তাহাকে যুক্তিসঙ্গত কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান করিয়া তাহার পজেশন সার্টিফিকেট বাতিল করা যাইবে।

১৭। **পরিবেশগত ক্ষতি**।- (১) প্রত্যেক খামারী এবং কাঁকড়াজাত পণ্যের রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে খামার ও রপ্তানির জন্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা এমনভাবে পরিচালিত হইবে যাহাতে উক্ত এলাকার পরিবেশগত দূষণ এবং প্রতিবেশগত কোনো ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি না হয় ।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত খামার বা কাঁকড়াজাত পণ্যের রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোনো পরিবেশগত ক্ষতির সৃষ্টি হইলে উহার সমুদয় দায় উক্ত খামারী বা রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে বহন করিবার জন্য আদেশ প্রদান করা যাইবে ।

৬ষ্ঠ অধ্যায়
বিবিধ

১৮। **দন্ড**।- কোনো ব্যক্তি নিম্নবর্ণিত কোনো কাজ করিলে তজ্জন্য তিনি আইনের ধারা ৪০ এর অধীন দন্ডিত হইবেন, যথা:-

(ক) বিধি ৫ এর অধীন লাইসেন্স গ্রহণ ব্যতীত খামার স্থাপন ও পরিচালনা;
(খ) বিধি ৬ এর অধীন লাইসেন্স নবায়ন ব্যতীত খামার পরিচালনা অব্যাহত রাখা; এবং
(গ) বিধি ১১ এর অধীন কাঁকড়া বা কাঁকড়াজাত পণ্যের আমদানি-রপ্তানি সম্পর্কিত বিধিবিধান লংঘন করা;
(ঘ) বিধি ১৩ এর অধীন রেজিস্টার সংরক্ষণ বা উহা পরিদর্শনকারী কোনো কর্মকর্তাকে প্রদর্শন না করা।

১৯। **আপিল**।- (১) বিধি ৫ এর উপ-বিধি (৩), বিধি ৬ এর উপ-বিধি (৭) এবং বিধি ১৫, বিধি ১৭ ও বিধি ১৮ এর অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ বা সিদ্ধান্ত দ্বারা কোনো ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে উক্ত আদেশ বা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদেশ বা সিদ্ধান্ত প্রদানের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সরকারের নিকট আপিল করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী দায়েরকৃত আপিল উহা দায়েরের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করিতে হইবে এবং আপিলে প্রদত্ত আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

২০। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।- (১) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত কাঁকড়া রপ্তানী নীতিমালা, ১৯৯৮, অতঃপর রহিত নীতিমালা বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত নীতিমালার অধীন-

(ক) কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) কৃত বা গৃহীত কোনো কার্য বা কার্যধারা নিষ্পন্নাধীন থাকিলে, উহা যতদূর সম্ভব, এই বিধিমালার বিধান অনুসরণপূর্বক নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

তফসিল-১
[বিধি ৪(৩), ৫(২), ৬(৫), ৭(২), ৮(২) ও ৯(১) দ্রষ্টব্য]

লাইসেন্স, লাইসেন্স নবায়ন, পজেশন ও প্রসেস ফি

ক্রমিক নং	বণ্য প্রাণীর নাম	লালন-পালন কারীর প্রকৃতি	লালন-পালনের স্থান/খামারের অবস্থান	লাইসেন্স ফি	লাইসেন্স নবায়ন ফি	পজেশন ফি/ পজেশন সার্টিফিকেটন বায়ন ফি	প্রসেস ফি	লাইসেন্সের প্রতিলিপি ফি	পজেশন সার্টিফিকেটের প্রতিলিপি ফি
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
১।	কাঁকড়া	খামারী	সিটি কর্পোরেশন / পৌরসভা আওতাভূক্ত	১০,০০০/= (দশ হাজার) টাকা	(ক) লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে আবেদনের ক্ষেত্রে: লাইসেন্স ফি এর শতকরা ২৫ (পঁচিশ) ভাগ;	১,০০০/= (এক হাজার) টাকা	২,০০০/= (দুই হাজার) টাকা	১,০০০/= (এক হাজার) টাকা	১,০০০/= (এক হাজার) টাকা
			সিটি কর্পোরেশন / পৌরসভা বহির্ভূত সমগ্র বাংলাদেশ	৮,০০০/= (আট হাজার) টাকা	(খ) লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে আবেদনের ক্ষেত্রে: লাইসেন্স ফি এর শতকরা ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ; এবং (গ) লাইসেন্সের মেয়াদ			১,০০০/= (এক হাজার) টাকা	

					উত্তীর্ণ হইবার ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে আবেদনের ক্ষেত্রে: লাইসেন্স ফি এর শতকরা ৮০ (আশি) ভাগ				

তফসিল-২

[বিধি ২ এর উপ-বিধি ১ (১৪) দ্রষ্টব্য]

সরকারকে প্রদত্ত রাজস্বের পরিমাণ

বিবরণ	রাজস্বের পরিমাণ
জীবিত কাঁকড়া	প্রতি কেজি ৫ টাকা
হিমায়িত মাংস বা অর্ধ বা পূর্ণ প্রক্রিয়াজাত মাংস বা যুক্তপদ বা খোসা বা খোসা হইতে প্রস্তুতকৃত দ্রব্যাদি বা মগজ (Brain)	প্রতি কেজি ১০ টাকা

ফরম-ক

[বিধি ৪(৩) দ্রষ্টব্য]

আবেদনকারীর পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি ৩ কপি

কাঁকড়ার খামার স্থাপন, পরিচালনা ও আমদানি-রপ্তানির জন্য লাইসেন্সের আবেদন পত্র

১। আবেদনকারীর নাম (বাংলায়) :
(ইংরেজিতে) :
পিতা/স্বামীর নাম (বাংলায়) :
(ইংরেজিতে) :
মাতার নাম (বাংলায়) :
(ইংরেজিতে) :
জন্ম তারিখ :
পেশা :
জাতীয়তা :
জাতীয় পরিচয় পত্র/জন্ম নিবন্ধন নং :
মোবাইল ফোন নম্বর :
কর সনাক্তকরণ (TIN) নম্বর :

২। পূর্ণ ঠিকানা-
(ক) স্থায়ী :
(খ) বর্তমান :

৩। লাইসেন্সের প্রসেস ফি হিসাবে
জমাকৃত অর্থের চালান নং :

৪। কাঁকড়া লালন-পালনের জায়গার অবস্থান -

(ক) দাগ নং: (খ) মৌজা:
(গ) খতিয়ান নং: (ঘ) গ্রামের নাম:
(ঙ) রাস্তার নাম: (চ) ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন:
(ছ) উপজেলা: (জ) জেলা:
(ঝ) জমির পরিমাণ: (ঞ) ম্যাপ:

৫। খামার স্থাপন/পরিচালনার উদ্দেশ্য
(প্রজেক্ট প্রোফাইল) :

৬। খামারের কাঁকড়ার উৎস সম্পর্কিত তথ্য :

৭। খামারে কর্মরত জনবলের সংখ্যা:

৮। খামারের বিদ্যমান সুবিধাদি ও ব্যবস্থাপনা:

৯। বার্ষিক উৎপাদনের পরিমান:

১০। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত ট্রেড লাইসেন্সের প্রতিলিপি:

অঙ্গীকারনামা

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে,-

(১) কাঁকড়া ও কাঁকড়াজাত পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৯ এর বিধানাবলি মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিব;

(২) আমার বরাবরে ইস্যুকৃত লাইসেন্সে উল্লিখিত শর্তাদি মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিব।

উপরে বর্ণিত তথ্যাদি ও কাগজাদি সঠিক। আমি কোনো মিথ্যা তথ্য দাখিল করি নাই। পরবর্তীতে কোনো তথ্য মিথ্যা বা কাগজাদি সঠিক নহে বলিয়া প্রমাণিত হইলে আমার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

তারিখ: .....খ্রি:

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

(.....)

তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদন

আবেদনে উল্লিখিত তথ্যাদি ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র যাচাই-বাছাই এবং সরেজমিনে তদন্ত করিয়া আবেদনপত্রে বর্ণিত-

(ক) বিষয়সমূহ ও অন্যান্য তথ্যাদি সঠিক পাওয়া গিয়াছে;

(খ) নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বা তথ্যাদি সঠিক পাওয়া যায় নাই, যথা:-

(১) .....;

(২) .....;

(৩) .....।

অতএব, আবেদনকারী বরাবর লাইসেন্স ইস্যু করিবার জন্য সুপারিশ করা হইল/হইল না।

স্বাক্ষর :

তারিখ :

পদবি :

সীল :

সংযুক্তি:

১। ৩ (তিন) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি।

২। ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত কপি ;

৩। লাইসেন্সের জন্য প্রসেস ফি হিসাবে জমাকৃত ব্যাংক বা ট্রেজারী চালানের কপি ;

৪। ভোটার আইডি কার্ডের সত্যায়িত কপি ;

৫। ভূমির মালিকানা/ ইজারা সংক্রান্ত কাগজাদি;

৬। ভূমির খাজনা প্রদানের হালনাগাদ রশিদ;

৭। আর্থিক স্বচ্ছলতার স্বপক্ষে ব্যাংক প্রত্যয়ন পত্র;

৮। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত ট্রেড লাইসেন্সের প্রতিলিপি; এবং

৯। প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাগজাদি (যদি থাকে)।

লাইসেন্স নং:
ইস্যুর তারিখ:
লাইসেন্সের মেয়াদ
উত্তীর্ণের তারিখ:

ফরম-খ

[বিধি ৫(১) দ্রষ্টব্য]

কাঁকড়া লালন-পালন খামারের জন্য লাইসেন্স

১। খামারীর নাম (বাংলায়) :
(ইংরেজিতে) :
পিতা/স্বামীর নাম (বাংলায়) :
(ইংরেজিতে) :
মাতার নাম (বাংলায়) :
(ইংরেজিতে) :
জন্ম তারিখ :
পেশা :
জাতীয়তা :
জাতীয় পরিচয় পত্র/জন্ম নিবন্ধন নং :
মোবাইল ফোন নম্বর :
কর সনাক্তকরণ (TIN) নং :

২। পূর্ণ ঠিকানা-
(ক) স্থায়ী :
(খ) বর্তমান :

৩। কাঁকড়া লালন-পালনের জায়গার অবস্থান -
(ক) দাগ নং:
(খ) মৌজা:
(গ) খতিয়ান নং:
(ঘ) গ্রামের নাম:
(ঙ) রাস্তার নাম:
(চ) ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন:
(ছ) উপজেলা:
(জ) জেলা:
(ঝ) জমির পরিমাণ:

৪। লাইসেন্স ইস্যুর তারিখ:

লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের-
স্বাক্ষর:
নাম:
পদবি:
সীল:

খামার পরিচালনার শর্তাবলি:

১। খামারীকে লাইসেন্সের হালনাগাদকৃত তথ্য সংরক্ষণ করিতে হইবে।

২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা বা লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ, অগ্রিম নোটিশ ব্যতিরেকে, যে কোনো সময় খামার পরিদর্শন করিলে তাহাকে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করিতে হইবে।

৩। লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে বা, ক্ষেত্রমত, লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হইবার ৬০ (ষাট) দিন বা, ক্ষেত্রমত, ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে লাইসেন্স নবায়নের জন্য আবেদন করিতে হইবে এবং উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইলে লাইসেন্স স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

৪। আইন বা এই বিধিমালার পরিপন্থী কোনো কার্যের জন্য খামারীর বিরুদ্ধে আইন ও বিধির অধীন যে কোনো আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

লাইসেন্স নবায়ন সংক্রান্ত বিবরণ:

ক্রমিক নং	নবায়নের তারিখ	নবায়নকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর
(১)	(২)	(৩)
১।	.....	.....
২।	.....	.....
৩।	.....	.....

ফরম-গ

[বিধি ৬(২) দ্রষ্টব্য]

খামারীর জন্য ইস্যুকৃত লাইসেন্স নবায়নের আবেদন পত্র

১। আবেদনকারীর নাম (বাংলায়) :
(ইংরেজিতে) :
পিতা/স্বামীর নাম (বাংলায়) :
(ইংরেজিতে) :
মাতার নাম (বাংলায়) :
(ইংরেজিতে) :
জন্ম তারিখ :
জাতীয় পরিচয় পত্র/জন্ম নিবন্ধন নং :
মোবাইল ফোন নম্বর :
কর সনাক্তকরণ (TIN) নং :
পেশা :
জাতীয়তা :

২। পূর্ণ ঠিকানা-

(ক) স্থায়ী :

(খ) বর্তমান :

৩। কাঁকড়া লালন-পালনের জায়গার অবস্থান-

(ক) দাগ নং: (খ) মৌজা:

(গ) খতিয়ান নং: (ঘ) জমির পরিমান :

(ঙ) গ্রামের নাম: (চ) রাস্তার নাম:

(ছ) ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন: (জ) উপজেলার নাম:

৪। মূল আবেদনে উল্লিখিত স্থানের পরিবর্তন হইয়াছে কিনা এবং হইয়া থাকিলে উহার কারণ:

৫। খামারের বিরুদ্ধে কোনো মামলা দায়ের বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে কিনা:

৬। খামারের বিরুদ্ধে কোনো বিরূপ পরিদর্শন প্রতিবেদন রহিয়াছে কিনা:

৭। খামারের মালিকানার পরিবর্তন হইয়াছে কিনা:

৮। লাইসেন্স-

(ক) ইস্যুর তারিখ:

(খ) মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ:

(গ) ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের নাম:

সংযুক্তি:

১। মূল লাইসেন্সের সত্যায়িত অনুলিপি।

২। নবায়ন ফি জমার চালান রশিদ।

সত্য পাঠ

উপরে বর্ণিত তথ্যাদি ও কাগজাদি সঠিক। আমি কোনো মিথ্যা তথ্য দাখিল করি নাই। পরবর্তীতে কোনো তথ্য মিথ্যা বা কাগজাদি সঠিক নহে বলিয়া প্রমাণিত হইলে আমার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

তারিখ: .....খ্রি:

তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদন

আবেদনে উল্লিখিত তথ্যাদি ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র যাচাই-বাছাই এবং সরেজমিনে তদন্ত করিয়া আবেদনপত্রে বর্ণিত-

(ক) বিষয়সমূহ ও অন্যান্য তথ্যাদি সঠিক পাওয়া গিয়াছে;

(খ) নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বা তথ্যাদি সঠিক পাওয়া যায় নাই, যথা:-

(১) .....;

(২) .....;

(৩) .....।

অতএব, আবেদনকারী বরাবর লাইসেন্স নবায়ন করিবার জন্য সুপারিশ করা হইল/হইল না।

স্বাক্ষর:

তারিখ:

পদবি :

সীল :

ফরম-ঘ

[বিধি ৭(২) দ্রষ্টব্য]

আবেদনকারীর পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি ৩ কপি

পজেশন সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন পত্র

১। খামারীর নাম (বাংলায়) :

(ইংরেজিতে) :

পিতা/স্বামীর নাম (বাংলায়) :

(ইংরেজিতে) :

মাতার নাম (বাংলায়) :

(ইংরেজিতে) :

জন্ম তারিখ :

পেশা :

জাতীয়তা :

জাতীয় পরিচয় পত্র/জন্ম নিবন্ধন নং :

মোবাইল ফোন নম্বর :

কর সনাক্তকরণ (TIN) নম্বর :

২। পজেশন ফি জমার-

(ক) চালান নম্বর :

(খ) তারিখ :

(গ) ব্যাংক/ট্রেজারির নাম :

৩। পূর্ণ ঠিকানা-

(ক) স্থায়ী :

(খ) বর্তমান :

৪। খামারের ক্ষেত্রে আবেদনকৃত জায়গার অবস্থান -

(ক) দাগ নং: (খ) মৌজা:

(গ) খতিয়ান নং: (ঘ) গ্রামের নাম:

(ঙ) রাস্তার নাম: (চ) ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন:

(ছ) উপজেলা: (জ) জেলা:

(ঝ) জমির পরিমাণ (শতাংশ):

৫। লাইসেন্স (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)-

(ক) ইস্যুর তারিখ:

(খ) মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ:

(গ) ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের নাম:

অঙ্গীকারনামা

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে-

(১) কাঁকড়া ও কাঁকড়াজাত পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৯ এর সকল বিধানাবলি মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিব;

(২) আমার বরাবরে ইস্যুকৃত পজেশন সার্টিফিকেটে উল্লিখিত শর্তাদি মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিব ।

উপরে বর্ণিত তথ্যাদি ও কাগজাদি সঠিক। আমি কোনো মিথ্যা তথ্য দাখিল করি নাই। পরবর্তীতে কোনো তথ্য মিথ্যা বা কাগজাদি সঠিক নহে বলিয়া প্রমাণিত হইলে আমার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

তারিখ: .....খ্রি: (.....)

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদন

আবেদনে উল্লিখিত তথ্যাদি ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র যাচাই-বাছাই এবং সরেজমিনে তদন্ত করিয়া আবেদনপত্রে বর্ণিত-

(ক) বিষয়সমূহ ও অন্যান্য তথ্যাদি সঠিক পাওয়া গিয়াছে;

(খ) নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বা তথ্যাদি সঠিক পাওয়া যায় নাই, যথা:-

(১) .....;

(২) .....;

(৩) .....।

অতএব, আবেদনকারী বরাবর পজেশন সার্টিফিকেট ইস্যু করিবার জন্য সুপারিশ করা হইল/হইল না।

স্বাক্ষর :

তারিখ :

পদবি :

সীল :

সংযুক্তি:

১। ৩ (তিন) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি;

২। ভূমির মালিকানা/ইজারা সংক্রান্ত কাগজাদি;

৩। ভোটার আইডি কার্ডের সত্যায়িত কপি ; এবং

৪। প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাগজাদি (যদি থাকে)।

ফরম-ঙ

[বিধি ৭(৩) দ্রষ্টব্য]

পজেশন সার্টিফিকেট

১। খামারীর নাম (বাংলায়) :

(ইংরেজিতে) :

পিতা/স্বামীর নাম (বাংলায়) :

(ইংরেজিতে) :

মাতার নাম (বাংলায়) :

(ইংরেজিতে) :

জন্ম তারিখ :

পেশা :

জাতীয়তা :

জাতীয় পরিচয় পত্র/জন্ম নিবন্ধন নং :

মোবাইল ফোন নম্বর :

কর সনাক্তকরণ (TIN) নং :

২। পূর্ণ ঠিকানা-

(ক) স্থায়ী :

(খ) বর্তমান :

৩। পজেশন ফি জমার :

(ক) চালান নম্বর :

(খ) তারিখ :

(গ) ব্যাংক/ট্রেজারির নাম :

৪। খামারের ক্ষেত্রে আবেদনকৃত জায়গার অবস্থান -

(ক) দাগ নং:

(খ) মৌজা:

(গ) খতিয়ান নং:

(ঘ) গ্রামের নাম:

(ঙ) রাস্তার নাম:

(চ) ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন:

(ছ) উপজেলা:

(জ) জেলা:

(ঝ) জায়গার পরিমাণ:

৫। পজেশন সার্টিফিকেট ইস্যুর তারিখ:

লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের-

স্বাক্ষর:

নাম:

পদবি:

সীল:

পজেশন সার্টিফিকেট নবায়নের শর্তাবলি:

১। পজেশন সার্টিফিকেটের মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে বা ক্ষেত্রমতে,পজেশন সার্টিফিকেট মেয়াদ শেষ হইবার ৬০ (ষাট) দিন বা, ক্ষেত্রমতে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে পজেশন সার্টিফিকেট নবায়নের জন্য আবেদন করিতে হইবে এবং উক্ত সময়সীমা অতিক্রম হইয়া গেলে পজেশন সার্টিফিকেট স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

২। আইন বা এই বিধিমালার পরিপন্থী কোনো কার্যের জন্য পজেশন সার্টিফিকেট গ্রহীতার বিরুদ্ধে আইন ও বিধির অধীন যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

পজেশন সার্টিফিকেট নবায়ন সংক্রান্ত বিবরণ:

ক্রমিক নং	নবায়নের তারিখ	নবায়নকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর
(১)	(২)	(৩)
১।	.....	.....
২।	.....	.....
৩।	.....	.....

বই নং: .....
লাইসেন্স নং: .....
লাইসেন্স প্রদান/নবায়নের তারিখ: .....

ফরম - চ

[বিধি ১২(১) দ্রষ্টব্য]

খামারীর আমদানি-রপ্তানি, অথবা উৎপাদিত, হ্রাস/বৃদ্ধিকৃত কাঁকড়ার মাসিক হিসাব

(মাস .....)

খামারীর নাম: .....

পিতা/স্বামীর নাম: .....

মাতার নাম: .....

ঠিকানা: .....

কাঁকড়া লালন-পালনের স্থান/খামারের অবস্থান: .....

১। খামারীর নিকট মাসের প্রারম্ভে মোট কাঁকড়ার সংখ্যা/পরিমাণ:

২। কাঁকড়া বা কাঁকড়াজাত পণ্যের আমদানি-রপ্তানি বা বিনিময়ের ক্ষেত্রে উহার বিস্তারিত বিবরণ:

ক্রমিক নং	হস্তান্তরের ধরণ মাসিক (আমদানি-রপ্তানি/অন্যান্য)	হস্তান্তরিত কাঁকড়া ও কাঁকড়াজাত পণ্যের পরিমাণ/ সংখ্যা	হস্তান্তরের তারিখ	যাহার নিকট হস্তান্তর/যাহার নিকট হইতে আমদানি বা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার নাম ও ঠিকানা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১।				
২।				

৩। কাঁকড়া বা কাঁকড়াজাত পণ্যের হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কিত তথ্য:

ক্রমিক নং	হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ (জন্ম/মৃত্যু)	সংখ্যা	তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।			
২।			

৪। খামারীর নিকট মাস শেষে মোট কাঁকড়া বা কাঁকড়াজাত পণ্যের পরিমাণ/সংখ্যা:

খামার মালিকের স্বাক্ষর:

তারিখ:

বই নং: .....
বৎসর: .....

ফরম-ছ

[বিধি ১২(৩) দ্রষ্টব্য]

লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক খামারীকে প্রদত্ত লাইসেন্স এবং কাঁকড়া বা কাঁকড়াজাত পণ্যের তথ্য

ক্রমিক নং	খামারের অবস্থান	খামারীর নাম	লাইসেন্স নম্বর	লাইসেন্স ইস্যুর তারিখ	লাইসেন্স নবায়নের তারিখ	বৎসরের প্রারম্ভে মোট কাঁকড়া বা কাঁকড়াজত পণ্যের সংখ্যা	বৎসরান্তে মোট কাঁকড়া বা কাঁকড়াজত পণ্যের সংখ্যা	হ্রাস বা বৃদ্ধির কারণ (জন্ম/মৃত্যু/আমদানি /রপ্তানি/ বিনিময়/অন্যান্য)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)

ফরম-জ

*[বিধি*১২(৪) ও ১৩ *দ্রষ্টব্য]*

খামারীর লাইসেন্স সংক্রান্ত তথ্যাবলি

১। খামারের অবস্থান: .....

২। খামারীর নাম: .....

৩। পিতা/স্বামীর নাম:.....

৪। মাতার নাম:.....

৫। ঠিকানা:.....

৬। লাইসেন্স নং:.....

৭। লাইসেন্স ইস্যুর তারিখ:.....

৮। লাইসেন্স নবায়নের তারিখ:.....

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

(.....)